আক্বীদা ওয়াসেত্বিয়া

(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা)

আহমাদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়াহ

shopnochare.blogspot.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈমানের ছয় স্তম্ভ	1
প্রথম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের মৌলিক নীতিমালা	1
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহ্ চিরঞ্জীব	5
আল্লাহর ইলম ও জ্ঞান	5
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান	7
আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টির গুণ	8
আল্লাহর ইচ্ছার গুণ	8
আল্লাহর ভালবাসার গুণ	10
আল্লাহর সন্তুষ্টির গুণ	12
আল্লাহর দয়ার গুণ	12
আল্লাহর ক্রোধ, অসন্তুষ্ট ও ঘৃণার গুণাবলি	14
আল্লাহর আগমনের গুণ	15
আল্লাহর চেহারার গুণ	17
মহান আল্লাহর দুই হাতের প্রমাণ	17
মহান আল্লাহর দুই চক্ষুর প্রমাণ	18
মহান আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টির প্রমাণ	19
মহান আল্লাহর কৌশলের গুণ	21
মহান আল্লাহর ক্ষমা, রহমত, মান-মর্যাদা ও শক্তির গুণাবলী	22

আল্লাহর নামের প্রমাণ	23
আল্লাহর পবিত্রতা ও তাঁর সাদৃশ্যতার খন্ডনে নেতিবাচক গুণাবলী সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ	24
আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন	28
আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণ	28
আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির সাথে থাকার প্রমাণ	30
মহান আল্লাহর কথা বলার প্রমাণ	33
কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ	37
ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিবসে তাদের পালনকর্তার দ্বীদার লাভ করবেন, তার প্রমাণ	39
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল ﷺ তাঁর পালনকর্তাকে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা	40
আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ	40
মহান আল্লাহর প্রথম আকাশে অবতরণের প্রমাণ	40
আল্লাহর প্রসন্নতার প্রমাণ	41
আল্লাহর হাসির প্রমাণ	41
আল্লাহর বিস্ময়ের ও অন্যান্য গুণাবলীর প্রমাণ	41
আল্লাহর পায়ের প্রমাণ	42
আল্লাহর কথা-বার্তা ও আওয়াজের প্রমাণ	42
আল্লাহর সর্বোচ্চ হওয়ার প্রমাণ	42
আল্লাহর সাথে থাকার প্রমাণ	43
আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর প্রমাণ	44

মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ	44
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
এই উম্মতের দলসমূহের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মধ্যপন্থী	45
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
মহান আল্লাহর আকাশসমূহের উপর আরশে সমাসীন হওয়ার প্রতি বিশ্বাস, তার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত	46
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
মহান আল্লাহর তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া তাঁর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	48
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আল্লাহ্, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান	49
প্রথম পরিচ্ছেদ	
এ কথার প্রতি বিশ্বাস যে, কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী, যা সৃষ্টি নয়	49
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মুমিনগণ কিয়ামতের দিবসে তাঁদের পালনকর্তাকে দেখবেন	50
তৃতীয় অধ্যায়	
পরকালের প্রতি বিশ্বাস	51
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মরণের পরে যা কিছু হবে, তার প্রতি বিশ্বাস	51
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মহা প্রলয়ের দিবস ও তার ভয়ঙ্কর অবস্থা	52
হাউজে কাউছার	54

পুলসিরাত	55
শাফাআত	56
পরকালে যেসব কাজ হবে	57
চতুর্থ অধ্যায়	
ভাল-মন্দ তক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাস	57
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের প্রথম পর্যায়	58
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্যায়	60
পঞ্চম অধ্যায়	
নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কতিপয় মূলনীতি	62
প্রথম পরিচ্ছেদ	
দ্বীন ও ঈমান, কথা ও কাজের নাম	62
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে সঠিক আকীদা	65
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আওলিয়ায়ে কিরামের কারামতে বিশ্বাস	73
ষষ্ঠ অধ্যায়	
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও বৈশিষ্ট্যাবলী	73
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল ﷺ এর হাদীসের ও পূর্ববর্তী মুমিনগণের পন্থার অনুসরণ	74

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী	75
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বৈশিষ্ট্য	77
পরিশিষ্ট	79

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره على
الدين كله وكفى بالله شهيدا . واشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له ؛ اقرارا به وتوحيدا . واشهد ان محمدا عبده ورسوله ،
صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا

ঈমানের ছয় স্তম্ভ

নাজাতপ্রাপ্ত দলের আক্বীদা (মৌলিক বিশ্বাস), যেই দল কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, সেই দলটি হলো আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস এবং ভাল-মন্দ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস।

প্রথম অধ্যায়

মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের মৌলিক নীতিমালা

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে; তিনি স্বীয় কিতাবে তাঁর যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত তাঁর যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তা কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি ধরণ-গঠন বা সাদৃশ্য সাব্যস্ত না করে ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করা। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বিশ্বাস রাখেন যে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"মহান আল্লাহর কোন কিছুই সাদৃশ্য নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরা, ১১)

১। সুতরাং আল্লাহ যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা নিজেকে ভূষিত করেছেন তা তাঁরা অস্বীকার করেন না।

২। এবং আল্লাহর বাণীকে তাঁর স্থান হতে বিচ্যুতও করেন না।

৩। আর আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহের তাঁরা বিকৃতিও ঘটান না।

৪। আর তাঁরা আল্লাহর গুণাবলীকে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যও করেন না। কারণ আল্লাহপাকের কেউ সমতুল্য নেই, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই, তাঁর কেউ অংশীদার নেই এবং মহান আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যাবে না।

আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন এবং তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক সত্য ও অতি উত্তম কথা বলেন। অতঃপর তাঁর সত্যবাদী রাসূলগণ যাঁদের সত্যায়ন করা হয়েছে (তাঁরা অন্যদের তুলনায় সর্বাধিক সত্য ও উত্তম কথা বলেছেন)। আর তারা এর পরিপন্থী, যারা এমন কথা বলে, যার সম্পর্কে তারা জ্ঞানহীন। তাই মহান আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

“পবিত্র তোমার পালনকর্তা যা তারা বর্ণনা করে থাকে তা থেকে সম্মানিত ও পবিত্র। রাসূলগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।” (সূরা আস-সাফ্ফাত, ১৮০-১৮২)

সুতরাং রাসূলগণের বিরোধীরা, যেসব গুণে আল্লাহকে ভূষিত করেছেন তা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং রাসূলগণের কথা-বার্তা ত্রুটি ও দোষ হতে নিরাপদ হওয়ার কারণে তাঁদের প্রতি সালাম পেশ করেছেন।

আল্লাহপাক যেসব নাম ও গুণাবলী দ্বারা নিজেকে ভূষিত করেছেন তাতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণকে একত্রিত করেছেন।

অতএব রাসূলগণ যে বিধান নিয়ে আগমন করেছেন তা হতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত অপসৃত হতে পারে না। কারণ এটাই হচ্ছে সহজ-সরল পথ, তাঁদের পথ যাদেরকে আল্লাহ অনুগৃহীত করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন– নবী-রাসূল, সিদ্দীক (অতি সত্যবাদী), শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ স্বীয় কিতাবে যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা নিজেকে ভূষিত করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস

নিম্নে উল্লেখিত গুণাবলী উপরোক্ত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্তঃ

২.১। সূরা এখলাসে যে সব গুণাবলী দ্বারা আল্লাহ পাক নিজেকে ভূষিত করেছেন, যে সূরা কোরআনের এক তৃতীয় অংশের সমতুল্য। (সহীহ মুসলিম)।

সুতরাং আল্লাহ পাকের এরশাদ হচ্ছে,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

“তুমি বল, তিনিই আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জনকও নন জাতকও নন। এবং তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।” (সূরা ইখলাস, ১-৪)

২.২। এবং মহান আল্লাহ্ যে সমস্ত গুণাবলীতে স্বীয় কিতাবের এক মহান আয়াতে নিজেকে অলংকৃত করেছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

“আল্লাহ তিনিই যিনি ব্যতীত কোন মা’বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সর্ববস্তুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সেই সকলই তাঁর মালিকানাধীন। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে এমন কেউ আছে কি?

তাদের দৃষ্টির সম্মুখে এবং পিছনে যা কিছু রয়েছে সেই সকলই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা হতে কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, তবে যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সেইগুলিকে সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বমহান।” (সূরা বাক্বারা, ২৫৫)

[সুতরাং যে ব্যক্তি রাতে এই আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে সারারাত্রি সুরক্ষাকারী নিযুক্ত থাকে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না। (সহীহ বুখারী, ৩২৭৫)]

আল্লাহ্ চিরঞ্জীব

২.৩। আল্লাহ পাকের বাণী,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ

“আর তুমি চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা করে চলবে, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।” (সূরা ফুরক্বান, ৫৮)

আল্লাহর ইলম ও জ্ঞান

২.৪। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

“তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” (সূরা আল-হাদীদ, ৩)

২.৫। আল্লাহ পাকের এরশাদ,

وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

“আর তিনিই (আল্লাহ) সর্বোজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আত-তাহরীম, ২)

২.৬। আল্লাহ পাক আরো বলেন,

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا

“তিনি অবগত রয়েছেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। (সূরা সাবা, ২)

২.৭। আল্লাহ আরো বলেন,

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

“গায়েবের চাবি আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ অবগত নন। স্থলভাগে এবং জলভাগে যা কিছু আছে সেই সকলই তিনি অবগত রয়েছেন। তাঁর অজ্ঞাতে বৃক্ষের একটি পাতাও পরতে পারে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যবীজ নেই এবং সরস-নিরস

কোন কিছু নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে সন্নিবেশিত নেই।” (সূরা আল-আনআম, ৫৯)

২.৮। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِه

“আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভও ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না।” (সূরা ফাতির, ১১)

২.৯। আরো এরশাদ হচ্ছে,

لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا

“যাতে তোমরা জেনে নিতে পার যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।” (সূরা আত-তালাক্ব, ১২)

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

২.১০। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

“আল্লাহই তো উপজীবিকা দান করে থাকেন। তিনি শক্তির আধার প্রবল পরাক্রান্ত।” (সূরা আয-যারিয়াত, ৫৮)

আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টির গুণ

২.১১। আল্লাহর বাণী,

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

“তাঁর (আল্লাহর) সদৃশ কোন কিছুই নেই আর তিনি সর্ব-শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (সূরা শুরা, ১১)

২.১২। আরোও এরশাদ হচ্ছে,

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (সূরা আন-নিসা, ৫৮)

আল্লাহর ইচ্ছার গুণ

২.১৩। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا

“তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে তখন কেন এ কথা বললেনা যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করে থাকেন তাই হয়ে থাকে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তিই আমার নেই।” (সূরা আল-কাহাফ, ৩৯)

২.১৪। তিনি আরো বলেন,

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰـكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰـكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ

“আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নবী-রাসূলগণের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।” (সূরা আল-বাক্বারা, ২৫৩)

২.১৫। তিনি আরো বলেন,

اُحِلَّتْ لَـكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْـتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছামত আদেশ প্রদান করে থাকেন।” (সূরা আল-মায়েদা, ১)

২.১৬। আরো এরশাদ হচ্ছে,

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَۚمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ

“আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করতে প্রীত হন তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিভ্রান্ত করতে চান তার অন্তরকে সংকুচিত করে দেন যা তার জন্য আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।” (সূরা আনআম, ১২৫)

আল্লাহর ভালবাসার গুণ

২.১৭। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন,

وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

“মানুষের প্রতি উত্তম ব্যবহার কর, নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম ব্যবহারকারীদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আল-বাক্বারা, ১৯৫)

২.১৮। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“আর তোমরা সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আল-হুজরাত, ৯)

২.১৯। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

“তারা যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য স্থির থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সংযমশীলদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা তাওবাহ, ৭)

২.২০। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

“নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং পূত-পবিত্রদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আল বাক্বারাহ, ২২২)

২.২১। আরো বলেন,

فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ

“অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করবেন যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন এবং যারা আল্লাহকে ভালবাসে।”(সূরা আল-মায়িদাহ, ৫৪)

২.২২। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।” (সূরা আসসাফ, ৪)

২.২৩। আল্লাহ পাক আরো বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“হে নবী ! তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহর সাথে ভালবাসা রাখতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করে চল। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশিকে মার্জনা করে দিবেন।” (সূরা আলে-ইমরান, ৩১)

আল্লাহর সন্তুষ্টির গুণ

২.২৪। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

“আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।” (সূরা বাইয়েনাহ, ৮)

আল্লাহর দয়ার গুণ

২.২৫। মহান আল্লাহর বাণী,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

“পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহর নামে।” (সূরা আন-নামল, ৩০)

২.২৬। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا

“হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী।” (সূরা আল-মুমিন, ৭)

২.২৭। আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন,

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

“তিনি (আল্লাহ) মুমিনদের প্রতি দয়াবান।” (সূরা আল-আহযাব, ৪৩)

২.২৮। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

“তোমাদের পালনকর্তা নিজের দায়িত্বে রহমত লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।” (সূরা আল-আনআম, ৫৪)

২.২৮। দয়াময় আরো বলেন,

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

“তিনি ক্ষমাপরায়ণ, দয়ালু।” (সূরা ইউনুস, ১০৭)

২.২৯। দয়াময় আরো বলেন,

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

“অতএব আল্লাহই উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনি সর্বোত্তম অনুগ্রহপরায়ণ।” (সূরা ইউসুফ, ৬৪)

আল্লাহর ক্রোধ, অসন্তোষ ও ঘৃণার গুণাবলী

২.৩০। আল্লাহর এরশাদ,

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

“যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে তাঁর শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহর ক্রোধ এবং অভিশাপও তার উপর বর্তাবে।” (সূরা আন-নিসা, ৯৩)

২.৩১। আল্লাহর বাণী,

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ

“এটা এজন্য যাতে আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায়, তারা তারই অনুসরণ করে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় বলে গণ্য করে।” (সূরা মুহাম্মদ, ২৮)

২.৩২। তিনি আরো বলেন,

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ

“যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম।” (সূরা আয্-যুখরুফ, ৫৫)

২.৩৩। মহান আল্লাহর বাণী,

وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ

“কিন্তু আল্লাহ্ তাদের উত্থানকে অপছন্দ করে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন।” (সূরা আত্-তাওবা, ৪৬)

২.৩৪। আরো আল্লাহর বাণী,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

“তোমরা যা করো না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই অসন্তোষজনক।” (সূরা আস-সাফ, ৩)

আল্লাহর আগমনের গুণ

২.৩৫। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন,

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ

“তারা কি সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ মেঘমালার আড়াল হতে তাঁদের সম্মুখে আগমন করবেন? আর তাতেই সবকিছু মীমাংসা হয়ে যাবে।” (সূরা আল-বাক্বারা, ২১০)

২.৩৬। দয়াময় এরশাদ করেন,

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ

“তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে।” (সূরা আল-আনআম, ১৫৮)

২.৩৭। মহান আল্লাহ পাক আরো বলেন,

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا, وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

“ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাসা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।” (সূরা আল-ফাজর, ২১-২২)

২.৩৮। মহান আল্লাহর বাণী,

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا

“সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে।” (সূরা আল ফুরক্বান, ২৫)

আল্লাহর চেহারার গুণ

২.৩৯। দয়াময় আরো বলেন,

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

“কেবলমাত্র তোমার মহিয়ান ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা (সত্ত্বা)অবিনশ্বর হয়ে বিরাজমান থাকবে।” (সূরা আর-রহমান, ২৭)

২.৪০। মহান আল্লাহর এরশাদ,

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ

“তাঁর (আল্লাহর) চেহারা (সত্ত্বা) ব্যতীত অন্য সকল কিছুই ধ্বংসশীল।” (সূরা কাসাস, ৮৮)

মহান আল্লাহর দুই হাতের প্রমাণ

২.৪১। মহান আল্লাহর বাণী,

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ

“আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করলাম, তাঁর প্রতি সাজদায় অবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা প্রদান করল?” (সূরা স্বদ, ৭৫)

২.৪২। আল্লাহ পাক আরো বলেন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ

“ইয়াহুদরা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহর হাত সঙ্কুচিত। তাদের হাত সঙ্কুচিত হোক এবং তাদের বক্তব্যের জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হস্ত সুপ্রসারিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করে থাকেন।” (সূরা আল-মায়েদাহ, ৬৪)

আল্লাহর চক্ষুর প্রমাণ

২.৪৩। মহান আল্লাহর বাণী,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا

“আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনিতো আমার (আল্লাহর) দৃষ্টির সম্মুখেই রয়েছেন।” (সূরা আত-তুর, ৪৮)

২.৪৪। দয়াময় আরো বলেন,

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۞ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ

“আমি কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত এক জলযানে নূহকে আরোহণ করালাম যা আমার দৃষ্টির সামনে পরিচালিত হত। তা ছিল প্রত্যাখ্যানকারী

কাফেরের প্রতিফল স্বরূপ।” (সূরা আল-ক্বামার, ১৩-১৪)

২.৪৫। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ

“(হে মূসা!) তোমার প্রতি আমার ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম এবং আমি এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে লালিত-পালিত হও।” (সূরা ত্বহা, ৩৯)

মহান আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টির গুণ

২.৪৬। আল্লাহর বাণী,

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

“আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করছে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।” (সূরা আল-মুজাদিলা, ১)

২.৪৭। তিনি আরো বলেন,

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۗءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا

“আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্থ আর আমরা বিত্তবান। তারা যা বলেছে আমি অবশ্যই তা লিপিবদ্ধ করব।” (সূরা আলে ইমরান, ১৮১)

২.৪৮। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

“তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনতে পাইনা? অবশ্যই আমি খবর রাখি। আর আমার ফিরিস্তাগণ তো তাদের নিকট থেকে সকল কিছুই লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছে।” (সূরা আয্-যুখরুফ, ৮০)

২.৪৯। তিনি আরো বলেন,

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আমি সকল কিছু শুনি ও দেখি।” (সূরা ত্বহা, ৪৬)

২.৫০। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

“সে কি জানতে পারেনা যে, আল্লাহ সকল কিছুই দেখেন।” (সূরা আল-আলাক্ব, ১৪)

২.৫১। মহান আল্লাহ্ আরো এরশাদ করেন,

الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ۞ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

“যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দন্ডায়মান হন এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।” (সূরা আশ্-শুআরা, ২১৮-২২০)

২.৫২। আল্লাহর বাণী,

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

“আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ।” (সূরা আত্-তাওবাহ, ১০৫)

মহান আল্লাহর কৌশলের গুণ

২.৫৩। আর আল্লাহ ফরমান,

شَدِيْدُ الْمِحَالِ

“আর আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর কৌশলী।” (সূরা রাদ, ১৩)

২.৫৪। আল্লাহর বাণী,

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ

“তারা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ্ও নিশ্চয় কৌশল প্রয়োগ করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বোত্তম কৌশলী।” (সূরা আল-ইমরান, ৫৪)

২.৫৫। আরো আল্লাহর বাণী,

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

“তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছিলাম কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।” (সূরা আন্-নামল, ৫০)

২.৫৬। তিনি আরো এরশাদ করেন,

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۞ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا

“নিশ্চয় তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে চলেছে আর আমিও ভীষণ কৌশল অবলম্বন করে থাকি।” (সূরা আত-তারিক, ১৫-১৬)

মহান আল্লাহর ক্ষমা, রহমত, মান-মর্যাদা ও শক্তির গুণাবলী

২.৫৭। তাঁর বাণী,

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

“তোমরা যদি প্রকাশ্যভাবে কল্যাণজনক কাজ কর অথবা তা গোপনে কর বা যদি অপরাধ ক্ষমা করে দাও তবে মনে রাখবে, আল্লাহ্ হচ্ছেন পরম মার্জনাকারী, মহাশক্তিশালী।” (সূরা আন নিসা, ১৪৯)

২.৫৮। দয়াময় আরো বলেন,

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, মার্জনা করে দেয়। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল অতীব দয়াময়।” (সূরা নূর, ২২)

২.৫৯। মহান আল্লাহর বাণী,

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

“ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ্, তদীয় রাসূল এবং মু’মিন সমাজ।” (সূরা আল-মুনাফিকুন, ৮)

২.৬০। মহান আল্লাহর বাণী ইবলিশ সম্পর্কে,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ

“(ইবলীস বলে) আপনার ইজ্জতের শপথ, আমি অবশ্যই তাদের সকলকে বিভ্রান্ত করে ছাড়বো।” (সূরা আস-স্বদ, ৮২)

আল্লাহর নামের প্রমাণ

২.৬১। আর আল্লাহর বাণী,

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

“তোমার পালনকর্তা যিনি মহিমামন্ডিত ও মহানুভব তাঁর নাম কতই না বরকতময়।” (সূরা আর-রাহমান, ৭৮)

২.৬২। আল্লাহর বাণী,

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

“তুমি তাঁরই এবাদত কর এবং তাঁর এবাদতেই দৃঢ়তা অবলম্বন কর। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকেও অবগত আছো?” (সূরা মারইয়াম, ৬৫)

আল্লাহর পবিত্রতা ও তাঁর সাদৃশ্যতার খন্ডনে নেতিবাচক গুণাবলী সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ

২.৬৩। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

“আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।” (সূরা ইখলাস, ৪)

২.৬৪। আল্লাহর বাণী,

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর শরীকরূপে স্থির করবে না।” (সূরা বাক্বারা, ২২)

২.৬৫। আল্লাহর বাণী,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ

“আর এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে থাকে। তারা আল্লাহর ভালবাসার মতই তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে থাকে।” (সূরা বাক্বারাহ, ১৬৫)

২.৬৬। আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

“তুমি বল, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি সন্তান গ্রহণ করেন না, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং তিনি কোনরূপ দূর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং তুমি স্বসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।” (সূরা বনী ইসরাঈল, ১১১)

২.৬৭। আল্লাহর বাণী,

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

“আসমান ও জমীনে যা কিছু রয়েছে সেই সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনিই এবং তাঁর

জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (সূরা আত-তাগাবুন, ১)

২.৬৮। তাঁর আরো বাণী,

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرَا ۙ
اۨلَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَّهٗ
شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِیْرًا

“কতইনা বরকতময় (প্রাচুর্যময়) তিনি, যিনি তাঁর বান্দাহর উপরে ফুরক্বান (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। তিনি এমন সত্ত্বা যাঁর হাতে রয়েছে আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি সন্তান গ্রহণ করেন না। সার্বভৌম ক্ষমতায় তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। তিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তার পরিমাণ যথোচিতভাবে নির্ধারণ করেছেন।” (সূরা আল-ফুরক্বান, ১-২)

২.৬৯। আল্লাহ আরো বলেন,

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا
خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ۙ عٰلِمِ
الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ

“আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে কোন ইলাহ নেই। যদি থাকত তা হলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত। আর একে অপরের উপর প্রধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলছে তা হতে আল্লাহ মহাপবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের মহাবিজ্ঞ। তারা যা শরীক করে থাকে তিনি তার বহু উর্ধ্বে।” (সূরা আল-মু’মিনূন, ৯১-৯২)

২.৭০। দয়াময় আরো বলেন,

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

“সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাদৃশ্যাবলী বর্ণনা করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।” (সূরা আন নাহল, ৭৪)

২.৭১। তিনি আরো বলেন,

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“তুমি বল, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র প্রকাশ্য ও গোপনীয় অশ্লীল বিষয়সমূহকে হারাম করেছেন। আর তিনি হারাম করেছেন তোমাদের আল্লাহর শরীক করাকে, যার তিনি কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি। তোমাদের জ্ঞান ব্যতিরেকে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদের কথা বলাও তিনি হারাম করেছেন।” (সূরা আল-আরাফ, ৩৩)

আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন

২.৭২। মহান আল্লাহর বাণী,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

“দয়াময় আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন।” (সূরা ত্বহা, ৫)

২.৭৩। আরো তাঁর বাণী,

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

“অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।” (সূরা আরাফ, ৫৪)

মহান আল্লাহ একথাটি ছয় জায়গায় এরশাদ করেছেন। (সূরা আরাফ, ৫৪; ইউনুস, ৩; রাদ, ২; ফুরক্বান, ৫৯; সাজদাহ, ৪; হাদীদ, ৪)

আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণ

২.৭৪। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ

“হে ঈসা আমি তোমাকে গ্রহণ করে নিব এবং আমার নিকট উঠিয়ে আনব।” (সূরা আল-ইমরান, ৫৫)

২.৭৫। তিনি আরো বলেন,

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

“এবং আল্লাহ তাঁর দিকে তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন।” (সূরা আন-নিসা, ১৫৮)

২.৭৬। তিনি আরো বলেন,

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ

“তাঁর নিকটেই পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে থাকে এবং সৎকর্মকে উন্নীত করে থাকে।” (সূরা ফাতির, ১০)

২.৭৭। আল্লাহর বাণী,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۙ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا

“হে হামান তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর যাতে আমি অবলম্বন পেতে পারি। আসমানে আরোহনের অবলম্বন। ফলে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাব। আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।” (সূরা আল মু’মিন, ৩৬-৩৭)

২.৭৮। আল্লাহ বলেন,

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ۞ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۭ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ

“তোমরা কি নিরাপদ হতে পেরেছ যে, যিনি আকাশে অবস্থিত রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না? তখন আকস্মিকভাবে জমীন থর থর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হতে পেরেছ যে, আকাশের অধিপতি তোমাদের উপর কঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে যে, আমার সতর্কবাণী কিরূপ ছিল।” (সূরা আল মুলক, ১৬-১৭)

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে থাকার প্রমাণ

২.৭৯। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ

“তিনি ছয় দিবসে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। ভূগর্ভে যা প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে উদগত হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয় সে সকলই তিনি অবগত আছেন। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের সম্যক দ্রষ্টা।” (সূরা আল-হাদীদ, ৪)।

২.৮০। আল্লাহর বাণী,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

“তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে আল্লাহ উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা তদপেক্ষা কমই হোক কিংবা বেশীই হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।” (সূরা আল-মুজাদিলা, ৭)

২.৮১। আল্লাহ্ আরো বলেন,

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

“বিষণ্ন হইওনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন।” (সূরা আত তাওবাহ, ৪০)।

২.৮২। আল্লাহর বাণী,

إِنَّنِيْ مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرٰى

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।” (সূরা ত্বহা, ৪৬)

২.৮৩। তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

“নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা সংযমশীল ও সৎকর্মশীল।” (সূরা আন-নাহল, ১২৮)

২.৮৪। দয়াময় এরশাদ করেন,

وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

“আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।” (আল-আনফাল, ৪৬)

২.৮৫। তাঁর বাণী,

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِإِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

“আল্লাহর হুকুমে অল্প সংখ্যক মানুষের দলই বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হয়েছেন। যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে আছেন।” (সূরা আল-বাক্বারা, ২৪৯)

মহান আল্লাহর কথার প্রমাণ

২.৮৬। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

“আল্লাহ্ অপেক্ষা কথার দিক দিয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?” (সূরা আন-নিসা, ৮৭)

২.৮৭। আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

“কথার দিক দিয়ে আল্লাহ হতে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?” (সূরা আন-নিসা, ১২২)

২.৮৮। তিনি বলেন,

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

“স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে মরিয়ম পুত্র ঈসা!” (সূরা আল-মায়িদাহ, ১১৬)

২.৮৯। তাঁর বাণী,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً

“সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার বিচারে তোমার পালনকর্তার বাণীসমূহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।” (সূরা আল-আনআম, ১১৫)

২.৯০। আল্লাহ আরো বলেন,

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

“আল্লাহ মূসার (আঃ) সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।” (সূরা আন-নিসা, ১৬৪)

২.৯১। দয়াময় আরো বলেন,

مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ

“তাদের মধ্যে কারও সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন।” (সূরা আল-বাক্বারা, ২৫৩)

২.৯২। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ

“যখন মূসা (আঃ) নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর প্রভু বাক্যালাপ করলেন।” (সূরা আল-আরাফ, ১৪৩)

২.৯৩। আল্লাহর বাণী,

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا

“আমি তাঁকে (মূসাকে আঃ) তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে আহ্বান করেছিলাম এবং অন্তরঙ্গ আলাপে তাঁকে নৈকট্য দান করেছিলাম।” (সূরা মারইয়াম, ৫২)

২.৯৪। তিনি আরো বলেন,

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

“তুমি স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেন, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট গমন কর।” (সূরা আশ-শুআরা, ১০)

২.৯৫। তিনি বলেন,

وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ

“তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষ হতে নিষেধ করিনি?” (সূরা আল-আরাফ, ২২)

২.৯৬। তিনি আরো বলেন,

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

“সেদিন তাদেরকে আহবান করে তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বলে গণ্য করতে তারা কোথায়?” (সূরা আল-ক্বাসাস, ৬২)

২.৯৭। তাঁর বাণী,

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ

“সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলদের কি জওয়াব দিয়েছিলে?” (সূরা আল-কাসাস, ৬৫)

২.৯৮। আল্লাহ বলেন,

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ

“যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় প্রদান কর। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করতে পারে।” (সূরা আত-তাওবা, ৬)

২.৯৯। আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

“তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত। অতঃপর তারা তা জেনে বুঝে পরিবর্তন করে দিত।” (সূরা আল-বাক্বারাহ, ৭৫)

২.১০০। তিনি আরো বলেন,

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا

“তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়। তুমি বল তোমরা কোনক্রমেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না।” (সূরা আল-ফাত্হ, ১৫)

২.১০১। আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

“তোমার নিকট প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রভুর কিতাব তুমি আবৃত্তি কর। তাঁর

বাক্যসমূহে পরিবর্তনকারী এমন কেউ নেই।” (সূরা আল-কাহাফ, ২৭)

২.১০২। তাঁর আরো বাণী,

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

“এই কোরআন বণী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে।” (সূরা আন-নামল, ৭৬)

কোরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ

২.১০৩। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ

“আর এটা কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যা বরকতপূর্ণ করে আমি অবতীর্ণ করেছি।” (সূরা আল-আনআম, ১৫৫)

২.১০৪। তিনি আরো বলেন,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

“যদি আমি এই কোরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে পেতে।” (সূরা আল-হাশর, ২১)

২.১০৫। আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ
مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۞
وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ۭ لِسَانُ الَّذِيْ
يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ

“আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াতকে বদল করে থাকি, আর আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত আছেন যা তিনি অবতীর্ণ করে থাকেন। তখন তারা বলে থাকে তুমি কেবলমাত্র মিথ্যা উদ্ভাবন করে থাক। কিন্তু তারা অধিকাংশই অবগত নয়। তুমি বল, তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে জিব্রাঈল তা যথাযথভাবেই অবতীর্ণ করেছেন, যাতে মুমিনদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করবার জন্য এবং এটা মুসলিম জনগণের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। আমি অবশ্যই জানি যে, তারা বলে থাকে, তাঁকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা প্রদান করে থাকে। যার প্রতি তারা এটা আরোপ করে থাকে তার ভাষা অনারবী অথচ এই কোরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ।”
(সূরা আন-নাহল, ১০১-১০৩)

ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিবসে তাদের পালনকর্তার দ্বীদার লাভ করবেন তার প্রমাণ

২.১০৬। মহান আল্লাহর বাণী,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ، اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

“সেই কিয়ামত দিবসে কতকগুলি মুখমন্ডল আনন্দোৎফুল্ল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।” (সূরা আল কিয়ামাহ, ২২-২৩)

২.১০৭। মহান আল্লাহ বলেন,

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ

“তারা সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থেকে অবলোকন করতে থাকবে।” (সূরা আল মুতাফফিফীন, ২৩)

২.১০৮। মহান আল্লাহ্ বলেন,

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

“যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ আরো অধিক।” (সূরা ইউনুস, ২৬)

২.১০৯। আল্লাহ আরো বলেন,

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

“সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং তারও অধিক আমার নিকট রয়েছে।” (সূরা ক্বাফ, ৩৫)

[‘অধিক’ এর তফসীর– আল্লাহর দ্বীদার ও দর্শন]

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এই ব্যাপারে অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন দ্বারা সঠিক পথ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাতে গবেষণা করবে তার জন্য সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পালনকর্তাকে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

অতঃপর রাসূল ﷺ এর সুন্নাত (হাদিস) ও আল কুরআনের তফসীর বিশ্লেষণ করে এবং তার ভাব প্রকাশ করে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সহীহ হাদীসসমূহে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন, আর সেই সব হাদীস হাদীসের পন্ডিতগণ সাদরে গ্রহণ করেছেন, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ–

মহান আল্লাহর প্রথম আকাশে অবতরণের প্রমাণ

৩.১। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী, আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয় অংশ বাকী থাকে তখন প্রথম আকাশে অবতরণ করেন আর বলেন, কে আমার নিকট দুআ করবে? যার দু‘আ আমি কবূল করব। কে আমার নিকট কামনা করবে, তাকে আমি প্রদান

করব। কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাকে আমি ক্ষমা করব। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রসন্নতার প্রমাণ

৩.২। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবার উপর তোমাদের সেই ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক খুশি হন, যার আরোহণের উষ্ট্র হারিয়েছে অতঃপর নিরাশ হওয়ার পরে তা পেয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর হাসির প্রমাণ

৩.৩। আল্লাহ দুইটি লোককে দেখে হাসেন, যাদের একে অপরকে হত্যা করে অতঃপর দুই জনেই জান্নাতে প্রবেশ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

[অর্থাৎ- যদি একজন কাফের অবস্থায় কোন মুসলিমকে মারে, অতঃপর সেই কাফের ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায়, এইভাবে তারা দুজনেই জান্নাতবাসী হয়]

আল্লাহর বিস্ময়ের ও অন্যান্য গুণাবলীর প্রমাণ

৩.৪। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমাদের প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের নৈরাশ্যতা দেখে আশ্চর্য হন, অথচ তার অবস্থার পরিবর্তন অতি নিকটে। তিনি তোমাদের দেখেন নিরাশ অবস্থায় অতঃপর হেসে ফেলেন। তিনি জানেন যে তোমাদের উদ্ধার সন্নিকটে। (হাদীসটি হাসান, মুসনাদে আহমাদ ৪/১১ ও ইবনে মাজাহ, ১৮১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর পায়ের প্রমাণ

৩.৫। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী, আল্লাহ নরকে পাপীদের নিক্ষেপ করতে থাকবেন আর সে বলতে থাকবে, আরও অধিক কি কিছু রয়েছে? এমনকি তাতে মহান আল্লাহ্ নিজ পা রেখে দেবেন, তখন নরকের এক অংশ অপরের সাথে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে এবং বলবে, ব্যস, ব্যস, হয়েছে, হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর কথাবার্তা ও আওয়াজের প্রমাণ

৩.৬। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী, মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে আদম!” তখন তিনি বলবেন, হে আল্লাহ্ তোমার দরবারে উপস্থিত। সুতরাং আল্লাহ উচ্চস্বরে ডাক দিবেনঃ নিশ্চয় আল্লাহর নির্দেশ যে, তুমি নিজ সন্তানদের মধ্যে হতে নরকবাসীদের বের করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

৩.৭। তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যার সাথে তার পালনকর্তা কথা বলবেন না। তার ও তার প্রভুর মাঝে কোন আড় অথবা অনুবাদক থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর সর্বোচ্চ হওয়ার প্রমাণ

৩.৮। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী, রুগী ব্যক্তির ঝাঁড়-ফুঁকের সম্পর্কেঃ ‘আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি আকাশে রয়েছেন। তোমার নাম পবিত্র। তোমার আদেশ আসমান ও জমীনে বিরাজমান। যেমন তোমার রহমত আকাশে রয়েছে, তেমনি রহমত তোমার জমীনে বর্ষণ কর। আমাদের গুনাহ্ ও ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি পবিত্রদের প্রভু। তুমি নিজ

রহমত হতে এই রোগের আরোগ্য অবতীর্ণ কর।’ (আবু দাউদ, যঈফ)

৩.৯। তিনি আরো বলেন, “তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করো না? অথচ, আমি সেই সত্ত্বা বিশ্বস্ত যিনি আকাশে রয়েছেন।” (বোখারী ও মুসলিম)

৩.১০। তিনি আরো বলেন, আরশ (সিংহাসন) তার উপর এবং আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন। আর তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। (আবু দাউদ, যয়ীফ তিরমিযী ও অন্যান্য)

৩.১১। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈকা বালিকাকে বলেন, ‘আল্লাহ্ কোথায় রয়েছেন?’ সে বলল, আকাশে রয়েছেন। তিনি বললেন, ‘আমি কে?’ সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, ‘তাকে স্বাধীন করে দাও কারণ সে ঈমানদার বালিকা।’ (মুসলিম)

আল্লাহর সাথে থাকার প্রমাণ

৩.১২। নবী এর বাণী, সর্বোত্তম ঈমান হল, একথা জানা যে, তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তোমার সাথেই রয়েছেন। (হাদিসটি হাসান, আবু নুআইম) *[লেখকের নিকট হাদিসটি হাসান, কিন্তু আলবানী (রহঃ) হাদিসটিকে যয়ীফ বলেছেন। (দেখুন আল জামে আস সগীর, ১১০০)]*

৩.১৩। যখন তোমাদের কেউ সালাতে (নামাযে) দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। সুতরাং নিজ সামনে এবং ডানে থুথু নিক্ষেপ করবে না। বরং তার বাম দিকে অথবা পায়ের নিম্নস্থানে থুথু নিক্ষেপ করবে।(বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর প্রমাণ

৩.১৩। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী, হে আল্লাহ! সাত আকাশ ও মহান আরশের মালিক! আমাদের প্রতিপালক এবং সমস্ত জিনিসের প্রতিপালক! দানা ও বীজে ফাটল দাতা! তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রত্যেক জীবের অমঙ্গল হতে, যার জীবনের তুমি মালিক; হে আল্লাহ তুমি আদি (প্রথম), তোমার পূর্বে কোন কিছু নেই। তুমি অনন্ত, তোমার পর কোন কিছু নেই! তুমি প্রকাশ্য, তোমার উপর কোন কিছু নেই। তুমি গোপন তোমার নিম্নে কোন কিছু নেই। তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং দারিদ্রতা মোচন কর। (মুসলিম; হাদিস নং, ২৭১৩)

মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ

৩.১৪। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবাগণ যখন উচ্চস্বরে যিকির করছিলেন তখন তিনি বলেন, ‘হে মানব! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। কারণ তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত কে ডাকো না, বরং তোমরা সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তীকে ডেকে থাকো। নিশ্চয় তোমরা যে সত্ত্বাকে ডেকে থাকো, তিনি তোমাদের আরোহীর ঘাড় অপেক্ষা নিকটবর্তী।’ (বুখারী ও মুসলিম)

৩.১৫। আরো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘নিশ্চয় তোমরা নিজ প্রতিপালককে দেখবে, যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখে থাক, তা দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় না। সুতরাং যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয়, তবে সূর্য উদয় ও সূর্য অস্তের পূর্বের নামাজকে হারাবে না। তাহলে তা

অবশ্যই পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এছাড়াও এই ধরনের হাদিস রয়েছে, যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পালনকর্তা সম্পর্কে এমন সব বিবরণ দিয়েছেন, যা মহান আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, যারা পরিত্রাণ প্রাপ্তদল, তারা এসমস্ত আক্বীদার প্রতি দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস রাখেন।

অনুরূপ তারা সে সমস্ত গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখেন, যা মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে কোন বিকৃতি করেন না, অস্বীকৃতিও জানান না এবং তার কোন সাদৃশ্যতা পোষণ করেন না ও কোন জিনিসের সাথে তাঁর তুলনাও করেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই উম্মতের দলসমূহের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মধ্যপন্থী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার দলসমূহের মাঝে মধ্যপন্থী, যেরূপ এই উম্মত সমস্ত উম্মতের মাঝে মধ্যপন্থি।

- সুতরাং তারা মহান আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে গুণাবলীর অস্বীকৃতিদানকারী দল ‘জাহমিয়াহ’ ও সাদৃশ্যতা পোষণকারী দল ‘মুশাব্বিহার’ মাঝামাঝি রয়েছেন।
- এবং মহান আল্লাহর কার্যাবলীর ক্ষেত্রে “কাদরিয়া” “জাবরিয়ার” মাঝামাঝি রয়েছেন।

- আর আল্লাহর শাস্তির ক্ষেত্রে "মুরজিয়াহ" ও "কাদরিয়া-র" অন্তর্ভুক্ত "ওয়াইদিয়াহ" ও অন্যান্যদের মাঝামাঝি রয়েছেন।

- আর ঈমান ও ধর্মের (দ্বীনের) ক্ষেত্রে "হারুরীয়াহ" ও "মু'তাযিলাহ" এবং "মুরজিয়াহ" ও "জাহমিয়াহর" মাঝামাঝি রয়েছেন।

- আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবাগণের ক্ষেত্রে "রাফেযা" (শিয়াহ) "খারেজীদের" মাঝামাঝি রয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহর আকাশসমূহের উপর আরশে সমাসীন হওয়ার প্রতি বিশ্বাস তাঁর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত

সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমানের যে আলোচনা করেছি তার মধ্যে নিম্ন উল্লেখিত বস্তু শামিল–

মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে তাঁর যে সমস্ত গুণাবলীর কথা বলেছেন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং এই উম্মাতের সালাফগণ (সাহাবা ও তাবেয়ীগণ) যে সমস্ত ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ পাক আকাশের উপরে আরশে সমাসীন রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টির উপর তিনি মহা উচ্চ এবং বান্দাগণ যেখানেই থাকে, আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে রয়েছেন। যা কিছু তারা করে সব কিছুই তিনি জানেন। যেমনভাবে মহান আল্লাহ তাঁর এই বাণীতে উপরোক্ত দুটো বস্তু বর্ণনা করেছেন;

“তিনি ছয় দিবসে আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। ভূগর্ভে যা কিছু প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে উদগত হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়, সেই সকলই তিনি অবগত আছেন। তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মের সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা আল হাদীদ, ৪)

মহান আল্লাহ্ যে বলেছেন, “তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন”। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সৃষ্টির মাঝে মিশে রয়েছেন। কারণ আরবী ভাষাও এই অর্থ নিতে বাধ্য করে না। এছাড়া এটা এই উম্মতের সালাফগণ (সাহাবা ও তাবেয়ীনগণ) যে সম্পর্কে ঐক্যমত হয়েছেন, তার পরিপন্থি কথা এবং সৃষ্টি জগতকে যেই প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তারও পরিপন্থী কথা। বরং চাঁদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন, আল্লাহর একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি। আর তা আকাশে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও মুসাফির (পথিক) বা মুকিম (বাড়ীতে অবস্থানকারী), যেখানেই থাক না কেন, চাঁদ তাদের সাথেই রয়েছে।

আর আল্লাহ্ পাক আরশের উপর থেকে তার সৃষ্টির প্রতি পর্যবেক্ষণ করেন, তাদের সংরক্ষক ও তাদের সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রয়েছেন। এছাড়াও আরো অনেক গুণাবলী মহান পালনকর্তার রয়েছে। এ সমস্ত কথা যা আল্লাহপাক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন এবং তিনি আমাদের সাথেও রয়েছেন। তা চিরসত্য, যার বিকৃতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু মিথ্যা সংশয় থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া তার প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

সুতরাং এর মধ্যে শামিল এ কথার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখা যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির অতি নিকটবর্তী।

যেমন মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন,

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

“হে নবী! আমার বান্দাগণ যখন আমার ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (তাদের বলে দিন) আমিতো নিকটেই আছি। আহ্বানকারী যখন আহ্বান করে থাকে, তার আহ্বানে আমি সাড়া দিয়ে থাকি। সুতরাং আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হতে পারে। (সূরা আল বাক্বারাহ, ১৮৬)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই যেই সত্ত্বার নিকট তোমরা দুআ করো, তিনি তোমাদের সওয়ারীর কাঁধ অপেক্ষাও তোমাদের নিকটবর্তী।’ (বুখারী ও মুসলিম)

আর কুরআন ও সুন্নাহতে যে আল্লাহর নিকটস্থ ও সাথে হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে, তা তাঁর সর্বোচ্চতার পরিপন্থী নয়। কারণ মহান আল্লাহর কোন গুণে, তাঁর মত কেউ নেই। তিনি নিকটে হওয়া সত্য ও

সর্বোচ্চ হওয়াও সত্য এবং তিনি অতি নিকটে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান

এই অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে–

প্রথম পরিচ্ছেদঃ একথার প্রতি ঈমান রাখা যে, কুরাআনে করীম আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী, তাঁর সৃষ্টি নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ একথার প্রতি বিশ্বাস যে, মুমিনগণ কিয়ামত দিবসে তাদের প্রতিপালককে দেখবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একথার প্রতি বিশ্বাস যে, কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী, যা সৃষ্টি নয়

তাঁর প্রতি ঈমান ও তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হলঃ–

এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কুরআন করীম আল্লাহর অবতরণকৃত বাণী, যা সৃষ্টি নয় (বরং তা আল্লাহর একটি গুণ)।

আল কুরআনের সূত্রপাত আল্লাহ হতেই এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আর মহান আল্লাহ সত্যিকারে সঠিক অর্থে কুরআন করীম নিজ ভাষায় বলেছেন। আর এই কুরআন যা মহান আল্লাহ স্বীয় নবী মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি নাযিল করেছেন। তা সত্যিকার আল্লাহর বাণী, অন্য কোন ব্যক্তির বাণী নয়।

একথা বলা সঠিক নয় যে, আল কুরআন আল্লাহর বাণীর নকল অথবা তাঁর বাণীর নামমাত্র। বরং যখন মানুষ তা পাঠ করে বা মুসহাফে লিখে, তখন তা সত্যিকার আল্লাহর বাণীর আওতা হতে বের হয়ে যায় না। কারণ কোন বাণী আসলে তারই বলে অভিহিত করা যায়, প্রথম সে বাণী বলে থাকে। তার বাণী কখনও বলা যায়না, যে ব্যক্তি সেই বাণী পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে বলে থাকে।

আল কুরআনের অক্ষরসমূহ ও তার ভাব, সমস্ত আল্লাহর বাণী। আল্লাহর বাণীর ভাব বাদ দিয়ে শুধু অক্ষরসমূহ আল্লাহর বাণী নয় এবং অক্ষর বাদ দিয়ে শুধু ভাবটুকুই আল্লাহর বাণী নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একথার প্রতি ঈমান যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিবসে তাদের পালনকর্তাকে দেখবেন

এই বিষয়টি আল্লাহর, তাঁর কিতাবসমূহের ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানের যে আলোচনা আমরা করেছি, তার অন্তর্ভুক্ত।

একথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবেন। যেভাবে সূর্য পরিষ্কারভাবে এমন আকাশে দেখা যায়, যাতে কোন রকম মেঘের আবরণ না থাকে। আর

যেমন পূর্ণিমার চাঁদ দেখে থাকে এবং তা দেখতে কোন কষ্ট হয় না।

মুমিনগণ কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাককে দেখবেন। অতঃপর মুমিনগণ জান্নাতে যাওয়ার পর মহান আল্লাহপাক যেমনভাবে চাইবেন, তাঁরা তাঁকে দেখতে থাকবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পরকালের প্রতি বিশ্বাস

এতে দুটো পরিচ্ছেদ রয়েছে–

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সে সমস্ত বস্তুর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা, যা মরণের পর হবে বলে নবী জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মহাপ্রলয় (কিয়ামত) ও তার ভয়ঙ্কর অবস্থা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে সমস্ত বস্তুর প্রতি ঈমান, যা মরণের পর হবে বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানিয়েছেন

পরকালের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হল, সে সমস্ত জিনিসের প্রতি বিশ্বাস রাখা, যা মৃত্যুর পর হবে বলে নবী জানিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত), কবরের ফিত্তা (পরীক্ষা নিরিক্ষা) এবং কবরের আযাব ও নেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখেন।

সুতরাং মানুষের কবরে পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? তখন যারা মুমিন, তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর দ্বারা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দান করে থাকেন। (সূরা ইবরাহীম, ২৭)

তাই মুমিন ব্যক্তি প্রতিউত্তরে বলবে, 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ্, আমার দ্বীন হলো ইসলাম এবং আমার নবী হলেন মুহাম্মদ।'

পক্ষান্তরে সংশয়ে নিমজ্জিত ব্যক্তি বলবে, 'হায়, হায়! আমি কিছুই জানিনা। লোকদেরকে যেভাবে বলতে শুনেছি, তাই বলেছি। অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যাতে সে এমনভাবে চিৎকার করবে, যা মানুষ ব্যতীত সমস্ত জীব শুনতে পাবে। আর যদি মানুষ তা শুনতে পেত, তাহলে বেহুঁশ হয়ে যেত। (আহমদ, আবু দাউদ; হাদিস সহীহ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাপ্রলয়ের দিবস ও তার ভয়ঙ্কর অবস্থা

অতঃপর কবরের এই পরিক্ষা নিরীক্ষার পর মহাপ্রলয়ের দিবস পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়ামত অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

তারপর সমস্ত রুহগুলিকে তাদের দেহে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সেই কিয়ামত কায়েম হবে, যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে ও তাঁর রাসূলের বাণীর মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন এবং তার প্রতি

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত রয়েছে।

সুতরাং মানুষ তাদের কবর হতে বিশ্বজাহানের পালনকর্তার উদ্দেশ্যে খালি পায়ে, উলঙ্গাবস্থায় এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান হবে। আর সূর্য তাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। আর ঘামে তারা হাবুডুবু করতে থাকবে। এবং দাঁড়ি পাল্লা কায়েম করা হবে। অতঃপর তাতে বান্দার আমলসমূহ ওজন করা হবে। এরশাদ হচ্ছে,

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ

“যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই সাধন করেছে। তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।” (সূরা আল মুমিনুন, ১০২-১০৩)

রেজিষ্টারসমূহ খুলে দেওয়া হবে। আর তা হচ্ছে, আমলনামা (যাতে পাপ ও পুণ্য লিপিবদ্ধ হবে)। তারপর অনেক মানুষ তাদের আমলনামা ডান হাতে ধারণ করবে। আবার অনেকে তাদের আমলনামা বাম হাতে অথবা পশ্চাত হতে ধারণ করবে। যেমন কি মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۞ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

“আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম, তার গ্রীবা লগ্ন করে রেখেছি এবং কিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য একটি কিতাব বের করে দিব, যা সে উন্মুক্ত রূপে পাবে। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য আজ তুমিই যথেষ্ট।” (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৩-১৪)

মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতের হিসাব নিবেন এবং আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার সঙ্গে নির্জনে তার গুনাহসমূহের অঙ্গীকার করাবেন। যেমন কি কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর কাফেরদের তাদের (মুমিনদের) মত হিসাব নিকাশ হবে না, যাদের নেকী ও বদী ওজন করা হবে। কারণ তাদের (কাফেরদের) কোন নেকী নেই। তবে কাফেরদের আমলসমূহ গণনা করা হবে ও তাদের থেকে সে সমস্ত গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি নেয়া হবে এবং তার প্রতিদান দেয়া হবে।

হাউজে কাওসার

কিয়ামতের মাঠে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাউজ (কাওছার) হবে। যার পানি দুধ অপেক্ষা সাদা এবং মধু অপেক্ষা মিষ্টি। সেই হাউজের পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজীর সংখ্যার সমান। সেই হাউজের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ এবং তার প্রস্থ এক মাসের পথ। যে ব্যক্তি সেখানে তা হতে একবার পান করবে, সে তার পরে আর কখনও পিপাসিত হবে না।

পুলসিরাত

জাহান্নামের উপর পুলসিরাত কায়েম করা হবে। আর পুলসিরাত সেই পুল, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত হবে। মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। সুতরাং তাদের অনেকে চোখের পলকের ন্যায় অতিক্রম করবে। আবার কেউ তা বিদ্যুতের ন্যায় পার হবে। আর কতক লোক হাওয়ার মত বেগে পার হবে, কতক লোক দ্রুতগামী ঘোড়ার মত অতিক্রম করবে, কতক লোক উষ্ট্রারোহীর মত তা পার হবে, অনেকে দৌড়ে পার হবে, অনেকে সাধারণ গতিতে চলে পার হবে, অনেকে পাছার ভরে চলবে এবং অনেক মানুষ আচঁড় লেগে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। উক্ত পুলের উপর অনেক কাঁটা রয়েছে, মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী আঁচড় দিবে।

অতএব যে ব্যক্তি পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, সে অবশ্য জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং পুলসিরাত অতিক্রম করার পর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে এক পুলের উপর তাদেরকে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর একে অপর থেকে কেসাস (অন্যায়ের প্রতিশোধ) নেবে। তারপর তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম ব্যক্তি, যিনি জান্নাতের দরজা খুলতে বলবেন। আর সমস্ত উম্মতের মাঝে সর্বপ্রথম নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ এর কিয়ামতের দিনে তিন প্রকারের শাফাআত (সুপারিশ) হবে

প্রথম শাফাআতঃ এই শাফাআত হাশরের ময়দানের সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যেন তাদের বিচার ফয়সালা করা হয়। সমস্ত নবীগণ এই শাফাআত করতে অস্বীকার করবেন। তাঁদের মধ্যে হবেন, আদম , নুহ , ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ)। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন সুপারিশ করবেন।

দ্বিতীয় প্রকার শাফাআতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতীদের তাঁর উম্মতের জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহর নিকট অনুমতি চাইবেন। আর এই দুই প্রকারের শাফাআত শুধু মাত্র নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করতে পারবেন।

তৃতীয় প্রকারের শাফাআতঃ সেই সব ব্যক্তির জন্য হবে, যাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর এই প্রকারের শাফাআত যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করবেন, তেমনি সমস্ত নবী ও রাসূলগণ, সিদ্দিকান, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণও করবেন।

অনেক লোক এমন হবে যে, তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে। সেই সব লোকদের জন্য তাঁরা শাফাআত করবেন, যেন তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ না করা হয়। আর অনেকে এমন হবে, যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়ে যাবে, তাঁরা তাদের নরক থেকে বের করার জন্য শাফাআত করবেন। এছাড়াও নরক থেকে মহান আল্লাহ অনেক লোকদের বিনা শাফাআতে নিজ অনুগ্রহে বের করবেন।

পৃথিবীর জান্নাতী মানুষেরা জান্নাতে প্রবেশ করার পরও অনেক জায়গা খালি রয়ে যাবে। অতএব মহান আল্লাহ আরো অনেক মানুষকে সৃষ্টি করে তাদেরকে জান্নাতে স্থান দান করবেন।

পরকালে যেসব কাজ হবে, তা নিম্নরূপঃ

হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান এবং জান্নাত ও জাহান্নাম। আর এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আসমানী গ্রন্থাবলীতে এবং নবীগণ হতে বর্ণিত জ্ঞানের মাঝে নিহিত রয়েছে।

তবে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এ সম্পর্কে যে জ্ঞান পৌঁছেছে, তাই যথেষ্ট ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সমস্ত জ্ঞান অন্বেষণ করবে, সে অবশ্যই তা অর্জন করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভালমন্দ তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস

এই অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে–

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রথম পর্যায়

নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ভাল-মন্দ তক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের দুটি পর্যায় আছে এবং প্রতি পর্যায় দুটি বস্তুতে শামিল।

সুতরাং প্রথম পর্যায়ে একথার বিশ্বাস করা যে, সৃষ্টি জগৎ কি কি কাজ করবে, মহান আল্লাহ্ তার সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত অর্থাৎ তাদের আনুগত্য, পাপাচার, রিযিক ও আয়ু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একথার প্রতি বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ্ লাওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) সৃষ্টিরাজীর ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

সুতরাং সর্বপ্রথম আল্লাহ্ কলম সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে বলেন, লিখ! কলম বলল, আমি কি লিখব? তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, তুমি তা লিখ। (আহমাদ-৫/৩১৭, আবু দাউদ-৪৭০০)

মানুষেরা যে আপদ বিপদে নিপতিত হয় (যা ভাগ্যে লেখা আছে) তাতে ভুল হতে পারে না। আর যে আপদ-বিপদ ভাগ্যে লিখা নেই, তা কোন দিন ঘটতে পারে না। কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছে এবং ভাগ্য লিপি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

যেমনটি আল্লাহ পাক বলেছেন,

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ؕ
اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

“তুমি কি অবগত নও যে, আসমান জমীনে যা কিছু রয়েছে, সে সকল কিছুই আল্লাহ অবগত রয়েছেন। নিশ্চয় তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহর নিকট অবশ্যই ইহা সহজতর।” (সূরা হজ্জ্ব, ৭০)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ
قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۚ

“পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আপতিত হয়ে থাকে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি লিপিবদ্ধ করে থাকি। নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষে সহজতর।” (সূরা আল হাদীদ, ২২)

আর এই তকদীর যা আল্লাহ্ পাকের ইলম ও জ্ঞান অনুসারে ঘটে থাকে, তা অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত লিখা হয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিত। সুতরাং আল্লাহ নিজ ইচ্ছানুযায়ী লাওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) ভাগ্য লিখেছেন।

অতঃপর যখন দেহে আত্মা প্রদানের পূর্বে গর্ভে অবস্থিত শিশুর দেহ সৃষ্টি করেন। তখন তার নিকট একজন ফেরেশতাকে চারটি কথা লিখার

নির্দেশ দিয়ে পাঠান। উক্ত ফেরেশতাকে বলা হয়– এর রিযিক, বয়স, কাজ-কর্ম এবং সৎ ও অসৎ হওয়া ইত্যাদি।

বিগত যুগে কট্টরপন্থি "ক্বাদরিয়া" (ভাগ্যকে অস্বীকারকারী দল) উপরোক্ত তকদীরকে অস্বীকার করত। আজকাল এই প্রকার তকদীরকে অস্বীকারকারীদের সংখ্যা অল্প।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তকদীরের প্রতি বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায় হলোঃ মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ইচ্ছা ও ব্যাপক ক্ষমতা। আর তা হলো– একথার প্রতি বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ যা চান তাই হয়। আর যা চান না, তা হয় না। আসমান ও জমীনে যা কিছু হয়, আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই হয়। তাঁর বিনা ইচ্ছায় গাছের একটি পাতাও নড়ে না মহান আল্লাহ্ পাক সে সমস্ত জিনিসের উপর (যার অস্তিত্ব রয়েছে আর যার অস্তিত্ব নেই) সর্ব শক্তিমান। আকাশ ও জমীনে যেকোন সৃষ্টি রয়েছে, আল্লাহ্ পাক-ই তার সৃষ্টিকর্তা। তাঁর ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা নেই এবং তাঁর ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তাও নেই। মহান আল্লাহ বান্দাদের তাঁর আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হতে নিষেধ করেছেন।

তাই তিনি সংযমশীল, একনিষ্ঠ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালবাসেন। আর আল্লাহ ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের উপর সন্তুষ্ট হন, কাফেরদের ভালবাসেন না, ফাসেক (পাপিষ্ট) সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না।

তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না এবং ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় ও ভালবাসেন না।

বান্দাগণ আসলে কর্ম করে থাকে এবং আল্লাহ তাদের কর্মের সৃষ্টিকর্তা। আর বান্দা বলা হয়– মুমিন, কাফের, সৎ অসৎ, নামাযী ও রোযাদার সর্ব প্রকারের মানুষকে। আর বান্দার নিজ আমলের (কাজ ও কর্মের) উপর শক্তি সামর্থ্য রয়েছে এবং স্বেচ্ছায় তা করে থাকে এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি শক্তি ও ইচ্ছাও সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۞ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

“তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তির জন্য, যে সরল পথে চলতে ইচ্ছুক। তোমরা সমগ্র জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর ইচ্ছা বহির্ভূত অন্য কোন ইচ্ছা করতে পারে না।” (সূরা তাকভীর, ২৮-২৯)

তকদীরের এই পর্যায়টিকে অধিকাংশ কাদ্বরিয়াগণ (যাদেরকে নবী এই উম্মতের মাজুস (অগ্নিপূজক) বলে আখ্যায়িত করেছেন) অস্বীকার করে। আর যারা তকদীরে বিশ্বাসী, তাদের একটি দল এ সম্পর্কে বাড়াবাড়ী করে, বান্দার শক্তি ও ইচ্ছা এবং ক্ষমতাকে তাদের হতে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর কার্যাবলী ও বিধান হতে তার হেকমত ও গূঢ় রহস্যকে বহিষ্কার করেছে (অর্থাৎ আল্লাহর বিধি-বিধানে কোন হেকমত নেই)।

পঞ্চম অধ্যায়

নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কতিপয় মূলনীতি

এই অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ঈমান ও দ্বীন, কথা ও কাজের নাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণের সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতামতের মোদ্দা কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আওলিয়াদের (সৎ কর্মশীলদের) কারামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বীন ও ঈমান, কথা ও কাজের নাম

নাজাতপ্রাপ্ত দলের মূলনীতি হলো যে–

দ্বীন ও ঈমান, কথা ও কাজের নাম। অন্তর ও জবানের কথাকে, অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকে (কাজ-কর্ম) দ্বীন ও ঈমান বলা হয়। আর নিঃসন্দেহে ঈমান সৎকাজ করলে বাড়ে এবং গুনাহের কাজ করলে কমে যায়।

তা সত্ত্বেও নাজাতপ্রাপ্ত দল এক ক্বিবলাতে (ক্বাবা শরীফে) বিশ্বাসী (মুসলিমদের) সাধারণ গুণাহ ও কাবীরা (বড়) গুণাহের কারণে কাফের মনে করেন না। যেমনটা খারেজীরা মনে করে থাকে। বরং কোন মুসলিম গুনাহে নিমজ্জিত হলেও ঈমানী ভাতৃত্বও তার জন্য বহাল থাকবে। যেমনটা মহান আল্লাহ্ পাক ক্বিসাসের আয়াতে এরশাদ করেন,

فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ

“তারপর যদি তার ভ্রাতার পক্ষ হতে কাউকে কিছু পরিমাণ মাফ করে দেওয়া হয়।” (সূরা বাক্বারাহ, ১৭৮)

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

وَاِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“মুমিনদের দুইদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপর তাদের একদল অপরদলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারা ফিরে আসলে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্

সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা হুজরাত, ৯)

আর নাজাতপ্রাপ্তদল ফাসিক্ব (পাপিষ্ট) মুসলিমকে ঈমান ও ইসলামের আওতা থেকে বহিষ্কার করে না এবং তাকে স্থায়ী নরকবাসীও ধারণা করে না। যেমন কি মুতাযিলা দল বলে থাকে যে, ফাসিক্ব পাপীষ্ট স্থায়ীভাবে নরকে থাকবে। বরং ফাসিক ব্যক্তি ঈমানের গন্ডিতে শামিল রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর এই উক্তিতে দেখতে পায়,

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

“যদি এমন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার সম্পর্ক এমন গোত্রের সাথে, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে।” (সূরা আন-নিসা, ৯২)

আবার কখনও তাদেরকে সাধারণ ঈমানের আওতায় নেয়া হয় না। যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে বলা হয়েছে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

“মুমিনতো তারাই যাদের সামনে আল্লাহর নাম উল্লেখিত হলে তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যায়।” (সূরা আনফাল, ২)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুমিন যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হলে সেই অবস্থায় মুমিন থাকে না। মদ্যপানকারী মদ্যপান অবস্থায় মুমিন থাকে না। ছিনতাইকারী ছিনতাই করার সময় মানুষ যখন তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, সেই অবস্থায় মুমিন থাকতে পারে না। (বুখারী ও

মুসলিম)

এই ধরণের পাপীদের সম্পর্কে নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে যে, তারা দুর্বল ঈমানের মুমিন। অথবা বলে যে, তাদের ঈমান ও বিশ্বাস থাকায় তারা মুমিন এবং তাদের কাবীরা গুনাহ্ (বড় পাপ) থাকায় তারা ফাসিক্ব। সুতরাং তাদেরকে পূর্ণ মুমিন ও মুসলিম বলা যাবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদার সার কথা (সংক্ষিপ্ত আক্বীদা)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবা (সহচরগণ) সম্পর্কে নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর ও যবান পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও গ্লানিমুক্ত থাকে। যেমনটা মহান আল্লাহ্ স্বীয় বাণীতে তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন,

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا
الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

“যারা তাদের পর আগমন করেছে তারা বলে থাকে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাতৃগণকে

ক্ষমা করে দাও। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করো না। হে আমাদের পালনকর্তা, নিশ্চয় তুমি অতীব দয়াশীল পরম করুণাময়।” (সূরা হাশর, ১০)

আর তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্যে, তাঁর এই বাণীর অনুসরণ করেন, ‘আমার সাহাবাগণকে গালি-গালাজ করবে না, কারণ সেই সত্ত্বার শপথ করি যার অধীনে আমার জীবন, তোমাদের কোন ব্যক্তি ওহুদ পর্বত সমপরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ (৬০০ গ্রাম) বা আধা মুদ (৩০০ গ্রাম) দান খয়রাতের নেকী অর্জন করতে পারবে না।’ [বুখারী, ৩৬৭৩; মুসলিম, ২৫৪১; এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)]

আর সাহাবায়ে কেরামগণের ফজিলত ও মান-মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ্ (হাদীস) এবং ইজমা (মুসলিম ওলামাগণের ঐক্যমত) দ্বারা যা প্রমাণিত তা গ্রহণ করেন।

সুতরাং তারা (নাজাতপ্রাপ্ত দল) যে সমস্ত সাহাবীগণ হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে আল্লাহর পথে জান ও মালকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে পরবর্তীকালে যারা আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করেছেন, তাদের উপর ফজিলত ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এবং মুহাজিরদেরকে আনসারীদের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

আর তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ বদর যুদ্ধে উপস্থিত সাহাবীগণ সম্পর্কে বলেছেন, “যাদের সংখ্যা ছিল ৩১০ জন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।”

(বুখারী,৩০০৭; মুসলিম, ২৪৯৫)

আর তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে, যারা হুদায়বিয়া প্রান্তে গাছের তলায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বায়আত (শপথ) করেছিলেন, তাদের কোন একজনও জাহান্নামে যাবে না। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথার সংবাদ দিয়েছেন, 'বরং আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ এরও অধিক।'

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তার জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে। যেমন দশজন সাহাবা (আশারা মুবাশশারাহ), সাবিত বিন ক্বায়স বিন শিম্মাস ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।

আর নাজাতপ্রাপ্ত দল (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) ইহাও বিশ্বাস রাখেন, যা আমিরুল মুমিনীন, আলী বিন আবী তালিব ও অন্যান্য সাহাবাগণ হতে বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী এর পর এই উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন; আবু বকর (রাযিঃ), তারপর উমর (রাযিঃ), তারপর হযরত উসমান (রাযিঃ) এবং চতুর্থ স্থানের অধিকারী হলেন আলী (রাযিঃ)। আর ইহা অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মুসনাদে আহমাদ, আলবানী সহীহ বলেছেন)

অনুরূপ সাহাবাগণ খেলাফতের বায়আতের (শপথের) ক্ষেত্রে হযরত উসমানকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছেন। যদিও আহলে সুন্নাতের কতিপয় বিদ্বানগণ হযরত উসমান ও আলী (রাযিঃ) সম্পর্কে মতভেদ করেছেন যে, তাঁদের দুজনের কে উত্তম? তবে তারা হযরত

আবু বাকর (রাযিঃ) ও হযরত উমরের (রাযিঃ) সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে একমত। কিছুসংখ্যক লোকেরা হযরত উসমানকে (রাযিঃ) প্রাধান্য দিয়ে নীরব হয়েছেন অথবা হযরত আলীকে (রাযিঃ) চতুর্থ স্থান দান করেছেন। আর কিছু লোকেরা হযরত আলীকে (রাযিঃ) প্রাধান্য দিয়েছেন বা উত্তম বলেছেন। আর একদল আলেমরা এ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের নিকট সাব্যস্ত হয়েছে যে, হযরত উসমানের (রাযিঃ) পর হযরত আলীর (রাযিঃ) স্থান। যদিও হযরত উসমান (রাযিঃ) ও হযরত আলী (রাযিঃ) এ দুজনের কে উত্তম? এই ব্যাপারটি কোন মৌলিক বিষয় নয়, যাতে বিরোধী দলকে গুমরাহ (পথভ্রষ্ট) বলা যেতে পারে। ইহাই অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের মত।

[তবে যে ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের পথভ্রষ্ট বলা যেতে পারে তা হলো, খেলাফতের ব্যাপার। (অর্থাৎ কেউ যদি হযরত উসমানের বা হযরত আলী বা হযরত উমর অথবা হযরত আবু বকরের খেলাফতকে অস্বীকার করে, তাহলে সে গুমরাহ। (অনুবাদক)]

কারণ তারা বিশ্বাস রাখে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পর খলীফা ছিলেন আবু বাকর অতঃপর উমর অতঃপর উসমান তারপর হযরত আলী (রাযিঃ)। এই চার খলীফার কোন একজনের খলীফা হওয়াই যে ব্যক্তি আপত্তি করে, সে তার পালিত গাধা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও জঘণ্য।

নাজাতপ্রাপ্ত দল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আহলে বায়ত (মুসলিমদের বংশধর) ভালবাসবে এবং তাদের শ্রদ্ধা করবে। আর তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অসিয়তের প্রতি যত্নবান, কারণ তিনি গাদীরে খুম (একটি জায়গার

নাম) এর দিন বলেন, 'আমার আহলে বায়তের (বংশধর) সম্পর্কে তোমাদেরকে উপদেশ দান করছি, আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে তোমাদেরকে উপদেশ দান করছি।' (সহীহ মুসলিম, ২৪০৮)

যখন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট অভিযোগ করলেন যে, কুরায়শ গোত্রের কিছু লোকেরা হাশেম গোত্রের সাথে দুর্ব্যবহার করে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'সেই সত্ত্বার শপথ করে বলি যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও আমার আত্মীয়তার কারণে তোমাদেরকে না ভালবাসবে।' (মুসনাদে আহমদ, যয়ীফ)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশধরকে মনোনীত করেন এবং ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর হতে কিনানাকে মনোনীত করেন। আর কিনানের গোত্র থেকে কুরায়শকে মনোনীত করেন, অতঃপর কুরায়শ বংশ থেকে হাশিম গোত্রকে মনোনীত করেন। তারপর হাশিম গোত্র হতে আমাকে মনোনীত করেন।' (সহীহ মুসলিম, ২২৭৬)

আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিবিগণকে (যাঁরা মুমিনদের মাতা) ভালবাসেন এবং মায়ের মতো শ্রদ্ধা করেন। আর একথায় অকাট্য বিশ্বাস রাখে যে, তাঁরা পরকালেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হারেমে থাকবেন। বিশেষ করে হযরত খাদীজা (রাযিঃ) যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অধিকাংশ সন্তানদের মাতা, যিনি সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান

নিয়ে আসেন এবং তাঁর মিশনে সাহায্য সহযোগীতা করেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তাঁর বড় মান মর্যাদা ছিল।

আর হযরত (আবু বকর) ছিদ্দীকের কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, যাঁর সম্পর্কে নবী বলেছেন, 'নারী জাতির মাঝে আয়েশার ফযিলত ও মর্যাদা তেমনি, যেমন সারীদ এর (মাংস মিশ্রিত চূর্ণ রুটি) অন্যান্য খাদ্যের উপর প্রাধান্য রয়েছে (আরবদের নিকট)।' (বুখারী)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাফেযীদের (শীয়াহ) ধর্ম হতে সম্পর্কহীন, যারা সাহাবাগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখে এবং তাদেরকে গালাগালি করে। অনুরূপ নাসেবীদের ধর্মপন্থা হতেও সম্পর্কহীন যারা আহলে বায়তকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধরকে) কথায় বা কাজে কষ্ট দিয়ে থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সেসব দ্বন্দ্বের সমালোচনা ও পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকে, যা সাহাবাদের মাঝে ঘটে ছিল। আর তাঁরা বলেন, সাহাবীগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

- অনেক বর্ণনা মিথ্যা ও জাল। অনেক আবার এমন, যাতে বাড়তি বা ঘাটতি করা হয়েছে অথবা তার বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আর যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তাতে তারা মাযুর (যার ওযর গ্রহণযোগ্য)। কারণ তাঁরা হয়তো এই ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে সঠিক কাজ করেছিলেন, কিংবা ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে না পৌঁছে ভুল-ত্রুটিতে নিমজ্জিত হয়েছিলেন।

- আহলে সুন্নাতের একথাই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রত্যেক সাহাবী বড় ও ছোট পাপ হতে নিরাপদ নন। বরং তাঁদের দ্বারাও গুনাহ খাত্বা হতে পারে। আর তাঁদের যদি গুনাহও হয়ে থাকে, তবুও তাঁদের এমন পরিমাণ নেক আমল (সৎ কার্যসমূহ) ও গুণাবলী রয়েছে, যার কারণে তাঁদের গুনাহ্ ও ভুল-ত্রুটি মাফ হয়ে গিয়েছে। এমন কি তাঁদের (সাহাবাগণের) যত গুনাহ্ খাত্বা মাফ হয়েছে, তা পরবর্তী লোকদের হতে পারে না। কারণ সাহাবাগণের যে পরিমাণ নেকী রয়েছে, তা তাঁদের পরবর্তীদের নেই, যা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র বাণী দ্বারা প্রমাণিত যে, সাহাবাগণের যুগ হচ্ছে সর্বোত্তম যুগ। (বুখারী ও মুসলিম)

- আর কোন সাহাবী যদি এক মুদ (৬০০ গ্রাম) সাদাক্বা করে থাকেন, তা পরবর্তী লোকদের ওহুদ পর্বত সমপরিমাণ সোনার সাদাক্বা অপেক্ষা উত্তম।

- তার পরেও যদি কোন সাহাবীর দ্বারা কোন রকম গুনাহ হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা হতে তওবা করে নিয়েছেন অথবা এত বেশী নেক আমল করেছেন, যা তাঁর গুনাহ মোচন করে দিয়েছে। অথবা প্রথম শ্রেণীর মুসলিম হওয়ার কারণে তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছে কিংবা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফাআতের অধিক হক্বদার (বেশী অধিকারী)। বা ইহজগতে তাঁদের উপর এমন কিছু আপদ-বিপদ এসেছে, যা দ্বারা গুনাহের মোচন হয়ে গেছে।

- সুতরাং যখন তাঁদের গুণাহের এই অবস্থায় হয়, তাহলে যে সমস্ত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তাঁরা ইজতিহাদ করেছিলেন, তাতে আর কি বলা যেতে পারে। যদি ঠিক করে থাকেন, তাহলে দ্বিগুণ সওয়াব পেয়েছেন আর যদি ভুল করে থাকেন, তাহলে একগুণ সওয়াব পেয়েছেন এবং গুণাহ মাফ করা হয়েছে।

- আর কতিপয় সাহাবাগণের কিছু কাজ-কর্মের উপর আপত্তি করা হয়েছে। তার পরিমাণ, তাঁদের নেক আমল ও ফজিলত এবং তাঁদের মর্যাদার তুলনায় অতি অল্প। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাঁর পথে জিহাদ, হিজরত (স্বদেশ হতে নির্বাসন) ও দ্বীনের সাহায্য করেছেন। আর ফলদায়ক ইলম (শরীয়তের জ্ঞান) ও সৎ কাজ-কর্ম সম্পাদন করেছেন।

- আর যে ব্যক্তি সাহাবীগণের জীবনের উপর জ্ঞানচক্ষু নিয়ে গবেষণা করবে এবং লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের উপর যে নানা দিক দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, সে ব্যক্তি অবশ্যই একথা নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, তাঁরা নবীগণের পর সৃষ্টি জগতের উত্তম জাতি। তাঁদের তুলনায় কেউ অতীতেও ছিল না আর ভবিষ্যতেও হবে না।

- আর তাঁরাই হলেন এই উম্মতের মনোনীত দল, যেই উম্মত হলো সর্বোত্তম ও আল্লাহর নিকট সম্মানিত জাতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আওলিয়ায়ে কিরামের কারামতে বিশ্বাস

আহলে সুন্নাতের মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হল– আল্লাহর অলীগণের কারামতে (অলৌকিক ঘটনায়) বিশ্বাসী হওয়া।

আর যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী মহান আল্লাহ্ তাঁদের হাতে প্রকাশ করে থাকেন, যেমন বিভিন্ন প্রকারের ইলম ও জ্ঞান, কাশ্য, বিভিন্ন ধরনের শক্তি ও প্রতিক্রিয়া যা সূরা কাহাফ ও অন্যান্য সূরায় পূর্ববর্তী উম্মতের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তেমনি এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার প্রথম সারির মুমিনগণ অর্থাৎ সাহাবাগণ, তাবেয়ীন এবং এই উম্মতের সর্বযুগের সৎ ব্যক্তিগণ হতে আল্লাহ্ তা'য়ালা কারামত প্রকাশ করে থাকেন। আর কারামত এই উম্মতের কেয়ামত পর্যন্ত প্রকাশ পেতে থাকবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথ ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী

এই অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে;

প্রথম পরিচ্ছেদঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসসমূহের ও পূর্ববর্তী মুমিনগণের পন্থার অনুসরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রশংসনীয় বৈশিষ্টাবলী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল ﷺ এর হাদীসসমূহের ও পূর্ববর্তী মুমিনগণের পন্থার অনুসরণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পন্থা হল,

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জীবনে অনুসরণ করা।
- এবং মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ, যাঁরা প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারী তাঁদের পথের অনুসরণ করা।

আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অসিয়তের (উপদেশ) অনুসরণ করা। যেহেতু তিনি বলেন, "আমার ও আমার পর হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাতকে (মতাদর্শকে) আঁকড়ে ধর, তাকে মজবুত করে ধর। দাঁতের মাড়ি দ্বারা ধারণ কর। নব আবিষ্কৃত জিনিস হতে বিরত থাক। কারণ প্রতিটি নবপ্রথা বিদআত, আর প্রতিটি বিদআত গুমরাহী (পথভ্রষ্টতা)।" (আবু দাউদ, ৪৬০৭ ও তিরমিযী, ২৬৭৬)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর বাণীই হচ্ছে সর্বাধিক সত্য বাণী। আর উত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ। সুতরাং তাঁরা আল্লাহর বাণীকে যেকোন মানুষের কথার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শকে যে কোন

মানুষের মতাদর্শের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। তাই তাঁদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ ওয়ালা বলা হয়।

আর তাঁদেরকে জামাআত ওয়ালাও বলা হয়। কারণ জামাআতের অর্থই হচ্ছে একতাবদ্ধ হওয়া। আর তার বিপরীত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। যদিও পরবর্তীতে কোন একটি একতাবদ্ধ দলকে জামাআত বলা হচ্ছে।

আর ইজমা হল (ইসলামী বিধানের) তৃতীয় উৎস, যার উপর শরীয়তের (দ্বীনের বিধানের) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই তিনটি (কিতাব, সুন্নাত ও ইজমা) জিনিস দ্বারা মানুষের সেই সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা ও কার্যসমূহের মাপ করে থাকে, যার ধর্মের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই ইজমাই গ্রহণযোগ্য যার উপর সালাফ-সলেহীনগণ (সাহাবা ও তাবেয়ীন) ইজমা (ঐক্যমত) পোষণ করেছেন। কারণ তাঁদের পরে মতানৈক্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই উম্মতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহলে সুন্নাতের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী

➲ অতঃপর আহলে সুন্নাত উপরোক্ত তিনটি মৌলিক উৎসের প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাথে নিম্নল্লোখিত কার্যাবলীও সম্পাদন করে থাকেন।

- শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা দান করেন।

- মুসলিম সরকার সৎ হোক কিংবা পাপী, (অসৎ) আহলে সুন্নাত তাদের সাথে হজ্জ, জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) জুআ ও ঈদ কায়েম করার মত পোষণ করেন।

- তাঁরা মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ কামনা করে থাকেন। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ঘরের ন্যায়, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।' (বুখারী ও মুসলিম)

  তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'মুমিনদের এক অপরের সাথে ভালবাসায়, দয়াশীল হওয়ায় এবং সমবেদনা প্রকাশের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়। যখন দেহের কোন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত দেহটি জ্বর ও অনিদ্রার মাধ্যমে উক্ত অঙ্গের সাথে সমবেদনা পেশ করে থাকে।' (বুখারী ও মুসলিম)

- আহলে সুন্নাত আপদ-বিপদে ধৈর্য্য ধারণের নির্দেশ দান করে, সচ্ছলতার সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে বলে এবং তিক্ত তকদীরের (ভাগ্যের) উপর সন্তুষ্ট থাকার উপদেশ দান করে।

- তাঁরা সৎ চরিত্র এবং উত্তম কার্যাবলীর দিকে আহবান করে। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি বলেন, 'মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'

- আর তাঁরা (আহলে সুন্নাত) মানুষকে উৎসাহিত করে, যে ব্যক্তিসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। যে ব্যক্তি কোন জিনিস হতে বঞ্চিত, তাকে প্রদান করবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায় করে, তাকে ক্ষমা করে দেবে।

- আহলে সুন্নাত মাতা-পিতার সেবা, আত্মীয়তায় সুসম্পর্ক, প্রতিবেশীদের সাথে সৎ ব্যবহার এবং ইয়াতীম (পিতৃহীন), দরিদ্র ও পথিকের সঙ্গে সদাচরণ আর কৃতদাসের সাথে নম্র ব্যবহার করার উপদেশ দিয়ে থাকে।

- আর অহংকার, আত্বগৌরব, অত্যাচার ও ন্যায়সঙ্গত হোক বা অন্যায় হোক, মানুষের উপর বাড়াবাড়ী করা হতে নিষেধ করে।

- আর তাঁরা উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং নোংরা চরিত্র থেকে নিষেধ করে থাকেন।

- আর তাঁরা যা কিছু বলেন অথবা করেন, তার সম্পর্ক এই বিষয়ের সাথে হোক বা অন্য বিষয়ের সাথে হোক, তাতে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী।

- আর তাঁদের পন্থা হল দ্বীনে ইসলাম, যা দিয়ে মহান আল্লাহ্ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণ করেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বৈশিষ্ট্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ‘নিঃসন্দেহে আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে, তাদের একটি দল ছাড়া সবগুলো নরকে যাবে, আর সেই দলটি

হল “জামাআত”।’ (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, সহীহ, সিলসিলা সহীহ-২০৪)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসে তিনি এরশাদ করেন, ‘(একটি দল জান্নাতে যাবে) তাঁরা সেই লোক যাঁরা আমার ও আমার সাহাবীগণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।’ (তিরমিযী, হাকেম মুসতাদরাক; সহীহ, দেখুন সিলসিলা সহীহা আলবানী, ২০৩-২০৪)।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই একমাত্র হকপন্থি দল, যাঁরা খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামকে শক্তভাবে ধারণ করে রেখেছেন।

আহলে সুন্নাতের মধ্যে শামিল রয়েছেন– সিদ্দীকগণ (অতি সত্যবাদী), শহীদগণ এবং সৎ-কর্মশীলগণ।

তাদের মাঝে রয়েছেন হিদায়াতপ্রাপ্ত মনিষীগণ এবং মর্যাদা সম্পন্ন ও ফজিলতের অধিকারী ইসলামের উজ্জল তারকাগণ।

তাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর অলীগণ। যাঁরা সালাফে-সালেহীনদের উত্তরসূরী ছিলেন। আর তাদের মাঝে রয়েছেন সে সমস্ত ইমামগণ, যাঁদের সততা জ্ঞান-গরীমার ব্যাপারে মুসলিম উম্মত একমত হয়েছেন।

তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্তদল, যাদের ক্ষেত্রে নবী এরশাদ করেছেন, ‘সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল ন্যায়ের উপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে অথবা তাঁদের লাঞ্ছিত করতে চাইবে, তারা তাঁদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম; হাদীস মুতাওয়াতির)

পরিশিষ্ট

মহান আল্লাহর নিকট কামনা করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁদের (সাহায্যপ্রাপ্ত দলের) অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্রপথে ফিরিয়ে না দেন ও আমাদেরকে তাঁর নিকট হতে অনুগ্রহ প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরম দাতা। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা। দরুদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, তাঁর বংশধর, সমস্ত নবী ও রাসূলগণ ও তাঁদের বংশধর এবং সমস্ত সৎকর্মশীলদের প্রতি।

সমাপ্ত

[এই কিতাবটি পবিত্র রমজান মাসের দ্বিতীয় দশক সন ৭৩৬ হিজরীতে দামেস্কের মাদ্রাসা যাহেরিয়ায় লিখা সমাপ্ত হয়।]

وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله رب العالمين .وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله